





রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ णका

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০০৯' (World Intellectual Property Day) উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের প্রাক্তালে আমি দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক ও সুজনশীল কাজের সাথে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

একবিংশ শতানীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মেধার কোন বিকল্প নেই। প্রতিটি সূজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের সাথে মেধাসম্পদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তা সারাবিশ্বে বিপুলভাবে সমাদৃত। আমাদের দেশে প্রচুর মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছেন; যাঁদের উদ্ভাবন ও সৃষ্টিশীলতাকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পৃথিবীর উনুত দেশসমূহের মেধাসম্পদ প্রশাসন (Intellectual Property Administration) এর সাথে সংগতি রেখে আমাদের দেশেও একটি সমন্তিত মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, দেশের মেধাসম্পদ সংরক্ষণ, উনুয়ন ও বিকাশে সরকারের পাশাপাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরী উদ্যোগ

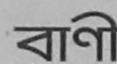
আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০০৯' এর সাফল্য কামনা করি।

थामा शायक, वाःनामि । वित्रक्षीवी दशक।





শিল্প মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



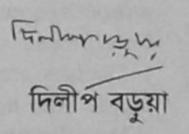
বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল ২০০৯ "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস" উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির প্রতিপাদ্য বিষয় "Green innovation as the key to a secure future" অর্থাৎ পরিবেশ-বান্ধব উদ্ভাবন নিরাপদ ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। বাংলাদেশের

প্রেক্ষাপটে প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত উনুয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জ্ঞানভিত্তিক শিল্প ও অর্থনীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব। এর জন্য শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে সনাতনী প্রযুক্তি ও ধ্যানধারণা পরিহার করে মানুষের সূজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে হবে। লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং আইসিটিখাতের বিকাশ ঘটিয়ে শিল্পায়নের পথ সুগম করতে হবে। বাংলাদেশের সম্পদ সীমাবদ্ধ হলেও মেধা এবং সূজনশীলতার দিক থেকে আমরা কোনভাবেই পিছিয়ে নেই। ইতোমধ্যে আমাদের অনেক মেধাবী জনশক্তি উনুত বিশ্বে এর প্রমাণ রেখেছে। দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক উনুয়নের জন্য এসব মেধাবী জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে মেধা পাচারের পরিবর্তে দেশেই তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। বর্তমান সরকার এ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এটাই হচ্ছে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী মেধার প্রতিযোগিতা চলছে। যে জাতি যত বেশী মেধাবী, সৃষ্টিশীলতায় যারা অগ্রণী, তারাই পৃথিবীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের উপায় খুঁজে বের করতে হবে। মেধা, জ্ঞান, দক্ষতা ও সূজনশীলতার সমন্ত্র ঘটিয়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এক্ষেত্রে কার্যকর বিকল্প হতে পারে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার মেধাসম্পদের ব্যবহার ও এর সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতোমধ্যে মেধাসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইনের আধুনিকায়ণ এবং কিছু নতুন আইন প্রণয়নের কাজও শুরু হয়েছে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের প্রাক্তালে আমি দেশের সকল বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীকে মেধাসম্পদ সংরক্ষণ এবং এর যথায়থ ব্যবহারে এগিয়ে আসার উদান্ত আহ্বান জানাই একইসাথে উদ্ভাবনগুলো যাতে পরিবেশ-বান্ধব হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।







পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এ বছর শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং এফবিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে ২৬ এপ্রিল ২০০৯ 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস'' উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশ্বব্যাপী মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনার উনুয়ন বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা (WIPO) কর্তৃক এবছরের প্রতিপাদ্য বিষয় " Green innovation as the key to a secure future." নির্বারণ যথাযথ ও সময়োচিত বলে আমি মনে করি।

আধুনিক বিশ্বের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে স্বল্পোনুত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রবৃদ্ধির জন্য কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ শিল্প কারখানা স্থাপন ও বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উনুয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্র ও গুণগত মান বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন মেধাস্বত্বের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ। বর্তমান সরকার এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় এনে Intellectual Property Rights সংক্রান্ত কার্যক্রম digital পদ্ধতিতে সম্পাদন করার লক্ষ্যে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের কার্যক্রম অটোমেশন করার জন্য Intellectual Property Rights শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার ইতোমধ্যে Intellectual Property Rights সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ আধুনিকীকরণ ও উনুয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। মেধাসম্পদ সংরক্ষণ, লালন ও এর বিকাশে সরকারের পাশাপাশি দেশের গবেষক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশা করি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

দেওয়ান জাকির হোসাইন

Intellectual Property Rights Administration in Bangladesh Md. Enamul Hoque Registrar, Department of Patents, Designs and Trademarks.

Introduction: Intellectual Property Rights play a significant role in various aspects of national development. Intellectual Property Rights (IPRs) have economic values so that infringements on such rights, in addition to damaging the owner or the right holder, also damage the interests of the country as well as disturb the international trade. In the framework of creating a conducive climate for development and protection of IPRs to further encourage creativities, innovations, business activities and industries, coordinative efforts are needed in tackling infringements on IPRs.

IP Laws in Bangladesh:

Renaissance northern Italy is thought to be the cradle of the IP system. A Venetian law of 1474 made the first systematic attempt to protect inventions by a form of patent. In the same century, the invention of moveable type and the printing press by Johannes Gutenberg around 1440 contributed to the birth of the first copyright system in the world. Toward the end of the 19th century, inventive new ways of manufacture led many countries to establish their first modern IP laws. The international IP system also started to take root at that time with two fundamental intellectual property treatise-the Paris Convention for the protection of Industrial Property in 1883 and the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works in 1886. Both treaties are now being administered by the WIPO (World Intellectual Property Organization).

Very little is known about the IPR laws and IPR administration before 1911 in the then British India. In India, the first Act relating to patent rights was passed in 1856 (Act VI of 1856), which granted certain exclusive privileges to inventors of new manufacture for a period of 14 years. The Act was amended in 1959. Under this Act, patent monopolies were called ĕexclusive privilegesi. In 1872 the Patterns and Design Protection Act was passed, followed by the Protection of Inventions Act of 1883. These Acts were consolidated by the Inventions and Designs Act, 1888. Subsequently, the Indian Patents & Designs act, 1911 (Act II of 1911) was passed replacing all the previous Acts. During the period from 1911, various amendments of this Act were made from time to time. The Patents & Design Rules were framed in 1933.

Trademarks Act, 1940 is known as the first law on Trademarks in British India. Trademarks Rules were framed in 1963. Trademarks Act, 2009 was passed by the present Government on 24th March, 2009. (Before that, Trademarks Ordinance was passed on 14th February, 2008). This is a big step forward in modernizing IP laws.

The original Copyright Act was passed in 1912. It was later repealed by Copyright Ordinance, 1962. A new Copyright Act was passed in 2000 (repealing the previous law) in the light of TRIPS Agreement and Berne Convention. It was also amended in 2005 to incorporate stringent provisions relating to digital era & computer software etc. Copyright Rules were framed in 1967 which were revised in 2006.

Bangladesh is a member of WIPO, and through WIPO membership it is also a signatory to Berne Convention and Paris Convention. Bangladesh is also a signatory of WTOis TRIPS Agreement. TRIPS Agreement imposed some norms for trading any goods related to IP rights. So to make IP laws consistent with such convention/agreements, updating of IP laws were necessary. By this time TM Act, 2009 and Copyright Act, 2000 were passed amending the old ones. More laws are to be amended/enacted, such as, The Patent Law. The Designs Law, The GI law UML and ICLD. The Department of Patents, Designs and Trademarks has been trying to have the old laws modernized by amendment and new laws enacted.

After the independence of Pakistan, the Patents & Designs Act, 1911 was adopted and the Patent Office was established in Karachi. A regional Patent Office was established in Dhaka. After independence of Bangladesh, the Patents and Designs Act, 1911 was again adopted and Regional Patent Office of Dhaka was reorganized. Until 1989, the Patent Office and the Trademark Registry were under the administrative control of the Ministry of Commerce. In 1989, the Patent Office and the Trademarks Registry were amalgamated into one Department and named as the Department of Patents, Designs and Trademarks under the Ministry of Industries. In 2003, by amending section 55 of the Patents & Designs Act, 1911 and Section-4 of the Trademarks Act, 1940, the Department of Patents, Designs and Trademarks was

created under the Ministry of Industries. The Department of Patents, Designs and Trademarks is situated at the fifth floor of the Ministry of Industries, 91, Motijheel C/A, Dhaka. It has 4 wings, each headed by one Deputy Registrar. The wings are Trademark Wing, Patent & Design Wing, Administration Wing and WTO Wing. It has 9 sections, each headed by one Assistant Registrar, Copyright Office is situated in Agargaon. It is under the Ministry of Cultural Affairs. The functions of the Department of Patents, Designs and Trademarks are%granting Patent for new inventions, issuing registration certificates for new designs and trademarks. Copyright office registers literary and artistic works. The Department of Patents, Designs and Trademarks has a branch in Chittagong for receiving applications of Trademarks. Copyright office has no branch outside Dhaka. With the development of industries, trade and commerce in the country and the influx of foreign direct investment, the number of applications for Patents, Designs and Trademarks have been increasing. In 1972 application for Trademarks, Patents and Designs were 763, 209 and 14 respectively. In 2008, the number rose to 9862, 338 and 511 respectively. Though awareness about IP is very unremarkable in Bangladesh, the upward trend gives testimony of a vibrant economy. In the Copyright Office from 1972 to date 3099 Literary works (Books and computer software), 5732 artistic works and 450records (including cinema) were registered.

But the capacity of the offices has not been raised. IP activities were not given due importance during the past years, though IP activities have increased manifolds and are increasing very fast. The capacity of the Department of Patents, Designs and Trademarks and Copyright Office is far less than that required to deliver service to the people.

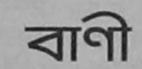
The Department of Patents, Designs and Trademarks and Copyright Office have no office building of their own. Their manpower requirement now is far more than approved. The existing staff has very little administrative and technical capacity. Minimum automation is not done in these offices, though their functions desire full automation. Almost every thing is done manually. No database could be developed as yet. Records are not preserved properly. The offices lack many logistic supports. They have no IT unit, nor they have any training unit. The offices have no budget for publicity or awareness building. Libraries are not rich to satisfy the needs of the examiners, IP attorneys and IP students. These offices have no website, nor they have good internet facilities. As a result, the Department of Patents, Designs and Trademarks and Copyright Office cannot deliver service to the applicants timely and properly.

Promotion of IP is very important for many reasons. The progress of humanity rests on its capacity for new creation in the areas of technology and culture. The legal protection of these new creations encourage the expenditures of additional resources, which leads to further innovation. The promotion and protection of intellectual property spurs economic growth, creates new jobs and industries, and thus reduces poverty in the society.





বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



বাংলাদেশে ২৬ এপ্রিল ২০০৯ বিশ্বের ১৮৪টি দেশের ন্যায় "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস" উদ্যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপন উপলক্ষে এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় "Green innovation as the key to a secure future" নিধারণ যথাযথ ও সময়োচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম এজেন্ডা হলো দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনপূর্বক ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করা। দেশের জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা সমর্থ হলে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সমৃদ্ধ বাংলাদেশ লাভ করা সম্ভব হবে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়কে বিবেচনায় এনে মেধার বিকাশ তথা মেধাসম্পদ সৃষ্টি, সংরক্ষণ, লালন ও এর যথাযথ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদানে দেশের গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীমহলসহ সংশ্রিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবেন বলে আমি আশা করি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের মহতী উদ্যোগ সফল হোক-এ কামনা করছি।

স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

Bangladesh can benefit much from the promotion of IP. The dream of the present Govt. to see digital Bangladesh in 2021, may come true if the IP potential of our people can be exploited to its maximum. With this end in view, Ministry of Industries is emphasizing IP promotion in new Industrial policy to be finalized soon. Ministry of Industries has plans to the following in different

Updating of existing laws and rules to make them consistent with the global situation and compliant with the agreement/conventions signed by Bangladesh.

Enactment of new laws relating to IP. Automation in the functional process, so that delivery of service can cope with the demand for

Development of IP experts by training, study tour, seminar and symposium. Awareness building among the public in general through publicity and networking.

Coalition with other Government Organization, private organizations and trade bodies for exchange of knowledge and views so that better understanding of IP services and their management become possible. Enforcement of IP laws to protect IP rights and thus encourage invention, innovation, i.e.

Encouraging IP teaching in both the public and private universities and training of IP office

staff, IP attorneys and businessmen on IP and IPR. A project named eIPR Projecti is being implemented with the assistance of EC and WIPO. The components of the project are updating of laws, training of personnel, awareness building, enforcement of IP laws and automation. After completion of the project, some changes in the

capacity of the two IP offices will be achieved, it is hoped. To conclude, knowledge-based economy is the precondition for development. To achieve our development goals, we have to promote IP, protect IPR, enforce IP laws and thus respect innovation and creativity.





**लधानम**नी গণপ্রজাতন্ত্রী বালোদেশ সরকার

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও আজ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। পরিবেশ-বান্ধব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও প্রযুক্তি-নির্ভর জ্ঞান চর্চা একটি জাতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Green innovation as the key to a secure future' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, জনগণের জীবনমানের উনুয়ন এবং পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন আজ অত্যন্ত জরুরি। এজন্য জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গিকারকে বাস্তবায়নের জন্য মানুষের সুপ্ত মেধাসম্পদের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটিয়ে তার ব্যবহার ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

আগামী ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তীতে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মেধাসম্পদের বিকাশ ও সংরক্ষণ অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে।

আমি আশা করি, মেধার লালন, উৎকর্ষ সাধন, প্রয়োগ এবং সংরক্ষণের মাধ্যমে মেধাসম্পদে সৃষ্টিশীল একটি সমাজ বিনির্মাণে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলে সন্মিলিত ও অর্থবহ উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি

> জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক portran শেখ হাসিনা





বাণিজা মন্ত্ৰণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অগহিনাইজেশন (WIPO) এর আহ্বানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ২৬ এপ্রিল, ২০০৯ বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস বা ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ডে উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

একদিকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতা, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিশ্বপরিস্থিতিতে সুজনশীলতাকে আরও সতর্কতার সাথে ব্যবহারের লক্ষ্যে এবারের দিবসের প্রতিপাদ্য "Green innovation as the key to a secure future" খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বিশ্বের কোন প্রান্তে কোন টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হলে তা দ্রুত বিশ্বের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাই পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি রেখে উনুততর ও লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

মেধাসম্পদ সংরক্ষণে সরকার ইতোমধ্যে কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। WTO এর TRIPS চুক্তির সাথে সামগুস্যপূর্ণ এতদৃসংক্রান্ত আরো কিছু আইন প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস পালনের মাধ্যমে দেশবাসী মেধাসম্পদের সঠিক ব্যবহার, চর্চা, লালন ও বিকাশের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বিষয়ে আরো সচেতন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের জন্য উদ্যোক্তাদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি

আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি

মুহাম্মদ ফারুক খান





সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

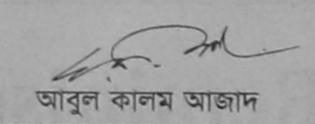
শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং এফবিসিসিআই এর যৌথ উদ্যোগে পৃথিবীর ১৮৪টি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশে বিজ্ঞানী, বৃদ্ধিজীবি এবং গবেষকদের অবদান অনস্থীকার্য। তাঁদের মেধাচর্চার ফসল সকল তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান, পদ্ধতি ও সেবা মেধাসম্পদ হিসেবে পরিচিত। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির জন্য মেধাসম্পদের বিকাশ, লালন, সংরক্ষণ ও বাণিজ্যিকীকরণ একাস্তভাবে আবশ্যক।

বিশ্বের উনুত জাতিসমূহ তাদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তথু তাদের আর্থিক অবস্থানকেই দৃঢ় ও উনুত করেনি বরং তারা তাদের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে উনুত বিশ্বের সাথে সামজ্ঞস্য বিধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। ফলে মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ এবং সূজনশীল প্রতিভা উৎসাহিত হবে।

জাতি হিসেবে আমরা অফুরন্ত মেধাসম্পদের অধিকারী। সূজনশীল মেধাবীদের তাঁদের মেধা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দিন বদলে অংশ নেয়ার আহ্বান জানাই। তাঁদের সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যেন ২০২১ সালে আমরা উনুত দেশ হিসেবে স্বাধীনতার সুবর্ণ-জয়ন্তী পালন করতে পারি। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন সফল হোক এ কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক







Director General World Intellectual Property Organization (WIPO)

Message

Human activity, including decades of technological development, has damaged our planet. Wide-spread pollution and spiraling consumption of the world's mineral and biological reserves have put unprecedented stress on the environment. Climate change is one of the greatest threats ever faced by society: glaciers are disappearing; desertification is increasing; in Africa alone, between 75 and 250 million people will face increased water shortages by 2020.

As human activity caused the problem, so too can human activity find the solutions. Green innovation ñ the development and diffusion of technological means to tackle climate change n is key to halting the depletion of the earthis resources. The race is on to develop accessible alternative sources of energy, as we work to harness the wind and tides, capture the power of the sun, and tap the geothermal energy underground. New plant varieties are being developed to withstand drought and flooding. New environmentally friendly materials will help us construct a more sustainable world.

On World IP Day 2009, the World Intellectual Property Organization highlights the contribution of a balanced intellectual property system to stimulating the creation, diffusion and application of clean technologies; to promoting green design, aimed at creating products that are eco-friendly from conception to disposal; to green branding, helping consumers make informed choices and giving companies a competitive edge. The power of human ingenuity is our best hope for restoring the delicate balance between ourselves and

our environment. It is our greatest asset in finding solutions to this global challenge, enabling us to move

forward from the carbon-based, grey technologies of the past to the carbon-neutral, green innovation of Francis Gurry

Use licensed software. Help our software industry.

Microsoft Bangladesh